দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ২7 OCT 2007 ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মুক্তি না দিলে ঢাবি পরিস্থিতি ফের অস্থিতিশীল হতে পারে

শিক্ষক সমিতির সভায় নেতৃবৃন্দ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার একদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা শেষে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আটককৃত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মুক্তি না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আবারও অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এবং সব শিক্ষকদের ক্লাশে যোগদানের স্বার্থে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া প্রয়োজন। পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী আগামীকাল (রোববার) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শুরু হচ্ছে। শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে পৃঃ ৫ঃ কঃ ৭

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মুক্তি না দিলে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকরা ক্লাশে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা আশা করছি সরকারও বিষয়টিতে গুরুত্ব দেবে। গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের শিক্ষক সমিতি কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সভাপতিত্ব করেন সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর তাসমেরী এস এ ইসলাম। সভায় সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের ৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর তাসমেরী এস এ ইসলাম বলেন, আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সভায় আলোচনা করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটককৃত চারজন সম্মানিত শিক্ষকদের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য সভায় দুঃখ প্রকাশ করা হয় বলে জানান তিনি। প্রফেসর ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখতে মামলা প্রত্যাহার করে আটক ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে অতি তাড়াতাড়ি আটককৃতদের মুক্তি দেবে। যদি মুক্তি না দেয় তাহলে আপনারা কি করবেন- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা আশা করছি মুক্তি দেয়া হবে, যদি না দেয় তাহলে সমিতির সভা ডেকে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

গত আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় ইন্ধন দেয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষককে আটক করা হয়। তারা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. সদরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর হারুন অর রশিদ ও ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রফেসর নিমচন্দ্র ভৌমিক। শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অতি নিকটে। আটককৃত শিক্ষকদের মধ্যে তিনজন বিভিন্ন অনুষদের ডীন। যাদের অনুপস্থিতিতে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি ব্যাহত হতে পারে।

সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, খোলার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর রাখা ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল রাখতে এবং ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আটক শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া প্রয়োজন।

সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, দুটি বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়েছে। একটি হলো বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, অপরটি হলো আটককৃত ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি। সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ড. মামুন আহমেদ ছাড়াও সভায় উপস্থিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা হলেন- সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রফেসর সৈয়দ সালেহীন কাদরী, প্রফেসর আবু আহমেদ, প্রফেসর শাহজাহান মিয়া, ড. সুকোমল বড়ুয়া, প্রফেসর গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী (জিএম চৌধুরী)।